"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এখন পূজারী থেকে পূজ্য, বেগার থেকে প্রিন্স হচ্ছো, তাই তোমাদের খুশীতে বগল বাজিয়ে নৃত্য করা উচিত, কখনো ক্রন্দন করা উচিত নয়"

*প্রশ্নঃ - অবিনাশী জ্ঞান রত্নের বার্সার দ্বারা ভারতকে সমৃদ্ধশালী বানানোর জন্য বাবা তোমাদের কোন্ বিষয়ে নিজের সমান বানান?

*উত্তরঃ - বাবা বলেন - বাচ্চারা, আমি যেমন 'রূপ বসন্ত' তেমনি তোমাদেরও 'রূপ বসন্ত' হতে হবে। যে অবিনাশী জ্ঞান রত্ন তোমরা পেয়েছো, তা ধারণ করে মুখের দ্বারা দান করো। এই মহাদানেই ভারত বিত্তবান হবে। তোমরা বাচ্চারা যেমন বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিচ্ছো, তেমনই তা অন্যদেরও দাও। তোমাদের দায়িত্ব হলো সবাইকে পথ বলে দেওয়া, সুখদায়ী হওয়া।

*গীতঃ- ন্যায়ের পথে চলে দেখাও বাচ্চারা তোমরা.....

ওম্ শান্তি। এই গীত তোমাদের ক্ষেত্রেও যেমন প্রযোজ্য তেমনই কংগ্রেসের ক্ষেত্রেও, কেননা তারাও তো অনেক সহ্য করে ইংরেজের কাছ থেকে ভারতকে মুক্ত করেছে। তাই এই গীত রচিত হয় সেই খুশীতে। মানুষ তো আনন্দ করতেই থাকে, কিন্তু যতই করুক, দুনিয়ার তো পরিবর্তন হয়নি। এ তো সেই পুরানো দুনিয়া। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, আমরা শ্রীমতে চলে এই দুনিয়াকে পরিবর্তন করছি। তারা কেউই শ্রীমত দেবে না। শ্রীমৎ হলোই এক ভগবানের। তোমরা এখন বাবার শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ শ্রীমতে চলছো। ওরা আবার শ্রীকৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে। এখন বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, এ হলো শ্রী শিববাবার মত। কৃষ্ণকে বাবা বলা শোভা পায় না। এ হলো শ্রী শিববাবার মত। শ্রীকৃষ্ণ বাবার মত - এ কথা তো বলবে না। তোমরা এই ভারতকে আবার পবিত্র বানাচ্ছো। ভারত খন্ডই হলো মুখ্য কারণ এ হলো বেহদের বাবার জন্মভূমি। সম্পূর্ণ দুনিয়ার মনুষ্য মাত্রেরই যিনি বাবা অর্থাৎ যিনি সকলের সদগতিদাতা, এ তাঁরই জন্মভূমি। একেই সর্বোত্তম তীর্থ বলা হয়, এর থেকে উঁচু তীর্থ আর কিছুই নেই। গীতায় কিন্তু নাম পরিবর্তন করে দিয়েছে। এই ভারতবাসীরা নিজেরাই জানে না যে, ভারত হলো অসীম জগতের বাবার জন্মভূমি। ভারতে শিবরাত্রি পালন করা হয় কিন্তু এ কথা কেউই জানে না যে, শিব কে ? তিনি কবে এসেছিলেন? তাঁর নাম - রূপ কি ? তোমরা এখন তা জেনে গেছো। এখন শিবলিঙ্গে সাদা স্টার দেখানো হয় যাতে মানুষ পরিস্কার বুঝতে পারে যে পরমাত্মার হলো এই রূপ, কিন্তু পূজা আদি কিভাবে করা যাবে তাই এই বড় রূপ বানানো হয়েছে। আসলে কিন্তু শিব হলেন স্টার। বাবা আবার জহুরীও। বাবা জানেন যে, এমন পাথরও আছে যাকে স্টার রুবি, স্টার ফাইন মাণিক, স্টার নীলা ইত্যাদি বলা হয়। সেগুলো অতি মূল্যবান। তিনি খবরের কাগজেও পড়েছিলেন, সবথেকে বড় মণি অমুক জায়গা থেকে চুরি হয়ে গেছে। তাই এই শিবলিঙ্গ লাল তো বটে, এর মাঝে সাদা স্টার, লাইটের স্টার। এ কথা বোঝাতে খুব সহজ হবে। স্টার তো সাদা হয়, তাই না। আত্মারও সাদা স্টারের সাক্ষাৎকার হয়। জিনিস তো এই। কেবল স্টার চিন্তা করতে হবে। আর কিছু লেখার দরকার হবে না। তাহলে বোঝাতে খুব সহজ হবে। নীচে তো এই কথা লেখাই হয়, স্বর্গের রাজত্ব তোমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার, কেননা ইনিই তো হেভেনলি গড ফাদার। তাই এই স্টারে আলো দিতে হবে। বাবা এখন নির্দেশ দিচ্ছেন। চট করে এই কাজ করে নেওয়া উচিত। এমন পাথরও আছে যাতে ফার্স্টক্লাস স্টার দেখায়। এখানে তাদের অনেক মূল্য। এরপর সত্যযুগে তো এইসব জিনিসের কোনো মূল্য থাকবে না। ওখানে তো এই জহরতকে পাথর মনে করা হবে, মানুষ মহলে লাগাতে থাকবে। এই দুনিয়ার এখন পরিবর্তন হচ্ছে। বাচ্চারা তোমরা জানো যে, আমরা স্বর্গের মালিক হওয়ার জন্য বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিচ্ছি, পড়ছিও। যে যত বেশী পড়বে সে তাতো উঁচু পদ পাবে। পড়তেও যেমন হবে তেমনি পড়াতেও হবে, অর্থাৎ নিজের মতো তৈরী করতে হবে তবেই উঁচু পদ পেতে পারবে। বাচ্চারা মনে করে, আমরা ব্রাহ্মণ, আমাদের প্রকৃত যাত্রা শেখাতে হবে। প্রত্যেককে বাবার পরিচয় দিতে হবে। কোনো মানুষই বাবাকে জানে না। বাবা তো একজনই। বাকি সকলেই নিজের নিজের পার্ট পেয়েছে। এক আত্মার পার্ট অন্য আত্মার সঙ্গে মেলে না। আত্মা তো অবিনাশী, তার রূপের কোনো তফাৎ হয় না। শরীরের তফাৎ হয় আর প্রত্যেক আত্মার পার্টের তফাৎ হয়। প্রত্যেক আত্মা যারা স্টার লাইট, তাতে অবিনাশী পার্ট ভরা আছে। অবিনাশী পার্ট। এ কথা তোমরাই জানো পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে। আত্মার সম্বন্ধে যেমন গাওয়া হয়, ভ্রুকুটির মধ্যে আজব তারা। অদ্ভুত তাই না। কত ছোটো তারা, তারমধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট ভরা আছে। এই কথা যখন মানুষ শুনবে তখন তারিফ করবে যে, অবশ্যই এদের পরমাত্মা পড়ান। তোমাদের তো সবাইকে পড়াতে হবে। যদি খ্রীস্টানরা ইংরাজী জানে, তোমরা হিন্দিতে বলো, তারপর দোভাষী

ইংরাজীতে শুনিয়ে দেবে । ওদের কাছে দোভাষী থাকে । বাবার পরিচয় তো দিতেই হবে । বাবা যেমন দুঃখহর্তা সুখকর্তা, বাচ্চারা তোমাদেরও তেমন হতে হবে । প্রত্যেককে পথ বলে দিতে হবে । অন্যদেরও সুখী করা -- এ বাচ্চারা তোমাদেরই দায়িত্ব । তোমরা নিজেরা বাবার থেকে এত অবিনাশী উত্তরাধিকার নিচ্ছো, তো অন্যদেরও তো দিতে হবে । এ হলো মহাদান । এই এক একটি কথার মূল্য লাখ টাকার । শাস্ত্রের কথা যদি লাখ টাকার হতো তাহলে ভারত এমন কাঙ্গাল কেন হতো ?

তাই বাচ্চারা তোমাদের বুঝতে হবে যে, তোমাদের বাবার পরিচয় দিতে হবে, তিনিই পরম আত্মা । তিনি রূপও আবার বসন্তও, কিন্তু তিনি অবিনাশী জ্ঞান রত্নের উত্তরাধিকার প্রদান কিভাবে করবেন ? অবশ্যই তাঁর শরীরের প্রয়োজন । তাই বাবা এসে বাচ্চারা তোমাদের অর্থাৎ তোমাদের আত্মাদের রূপ - বসন্ত বানান । এই অবিনাশী জ্ঞান রত্নের ধারণা করতে হবে । মুখের দ্বারা এই জ্ঞান রত্নের দান দিতে হবে, যে রত্নের কেউই মূল্যায়ন করতে পারে না । এর উপরেও একটি কাহিনী আছে । তাই এই ধারনা করা উচিত । বলা হয় তো, শিববাবা বোম বোম ভোলানাথ --- ঝুলি ভরে দাও । এই অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দ্বারা ঝুলি ভরতে হবে । এরপর তোমাদের মহল তো ওখানে হীরে জহরতের হবে । তাই এ কথা প্রত্যেককে বুঝিয়ে বলতে হবে । বাবা যেখানে থাকেন তা হলো নির্বাণধাম বা মুক্তিধাম । বুদ্ধ ইত্যাদির জন্য বলা হয় যে পার নির্বাণ গিয়েছেন । তাই সে তো সবারই নিজের ঘর হলো । সে হলো বাবারও ঘর । বাবা এখন এসেছেন সবাইকে নিয়ে যাবার জন্য । তিনি আমাদের অগাধ সম্পদ দিচ্ছেন । তাই বাবার পরিচয় তোমরা দেবে না তো কে দেবে ? বাবা বলেন, এ সবই হলো দেহের ধর্ম - আমি খ্রীস্টান, আমি অমুক । এই সমস্ত কিছু ত্যাগ করে আমাকে (বাবাকে) স্মরণ করো । যাঁকে তোমরা ভক্তিমার্গে স্মরণ করে এসেছো । গায়নও আছে যে - অন্তিম কালে যেমন মতি তেমনই গতি হবে । গুরুগ্রন্থেও তো আছে - অন্তকালে যে স্ত্রীকে স্মরণ করে -- তা কুকুর বা শূকর তো হতে পারবে না । তবুও জন্ম তো পাওই । বাবা বলেন - তোমরা দেহী-অভিমানী হও, আমাকে স্মরণ করো । তোমরা তোমাদের বাবাকে আর নিজের ঘরকে ভুলে গেছো । এখন নাটক সম্পূর্ন হয়ে এসেছে, আবার তা রিপিট হবে । ইসলাম, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান সবাই নিজের নিজের পার্ট রিপিট করে এসেছে । এই নাটক অনেকবার রিপিট হয়ে এসেছে । এর কোনো আদি বা অন্ত নেই । ড্রামার তো আদি বা অন্ত থাকে । আবার রিপিট হতে থাকে অটোমেটিক্যালি । এ কথা যারা বুঝতে পেরেছে তাদের অন্যকেও বোঝাতে হবে যে, তোমরা এসে বাবাকে জানো । বাবাকে না জানার কারণে মানুষ অনাথ হয়ে গেছে । এখন মনে করো যে, পোপ বললেন, তোমরা লড়াই করো না, তাহলে ওরা থোড়াই মানবে । খ্রীস্টানদের বড় হলেন পোপ । তিনি সকলের গুরু । তাহলে গুরুর মতে কেন চলে না? এরা কারোর কথাই শুনবে না । বাবা এসেই মত দেন, তাই সবাইকে বোঝাতে হবে । ধীরে ধীরে সব ধর্মের মানুষ শিখবে । প্রথমে তোমরা সিক্কিরাই ছিলে, এখন সবাই আসতে শুরু করেছে । খৃস্টানদেরও বাবার পরিচয় দেওয়া উচিত যাতে তারাও বাবার অবিনাশী উত্তরাধিকার নেওয়ার অধিকারী হয় । এতে পরিশ্রান্ত হওয়া উচিত নয় । এই প্রদর্শনী তো খুব জোরদার চলবে । সেবা পরায়ণ বাচ্চাদের উপরে সেবার অনেক দায়িত্ব । তারাই বাবার হৃদয়ে বিরাজ করবে তারপর সিংহাসনের অধিকারী হবে । তোমাদের মহাদানী হতে হবে তারপর বাবাকে স্মরণ করতে হবে । ওরা পরের জন্মের জন্য ইনসিওর করে । ঈশ্বরার্থে বা কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে দান করে । বাস্তবে কৃষ্ণ তো হলেন বিত্তবান, তিনি তো দান নিয়েছেন, বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিয়েছেন । স্বর্গের প্রিন্স যখন হয়েছেন, তাহলে যিনি স্বর্গ স্থাপন করেন, তাঁর থেকে অবশ্যই অবিনাশী উত্তরাধিকার নিয়েছেন, কিন্তু তা কিভাবে নিয়েছেন? এ'কথা কারোর বুদ্ধিতে বসে না । বাবা কৃষ্ণকেও অবিনাশী উত্তরাধিকার দিয়েছেন । এই বর্সাকেও দান বলা হয় । যেমন কন্যাদান করে । বাবা এখন বলছেন, আমি তোমাদের অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান করতে এসেছি, এর জন্য ব্যবস্থা করতে হবে । যদিও বা খরচসাপেক্ষ কিন্তু কোনো ক্ষতি নেই । আমার কাছে বাচ্চারা তো সাক্ষাৎকার করেছে । ইব্রাহিম, বুদ্ধ, ক্রাইস্ট ইত্যাদি বড় বড় আত্মারা অন্তিম সময়ে আসে । অবশ্যই শুনবে তবেই তো পদ পাবে তাই না । বাচ্চাদের তো খুশী হওয়া উচিত, তাই না । খ্রীস্টানদের ভারতের সঙ্গে অনেক সম্পর্ক । তারা রাজত্বও নিয়েছিলো আবার ফেরতও দিয়ে দিয়েছে । তারা ভারতকে খুব সামলে রাখতো । ভারতের উপর যদি কেউ চড়াও হয় তো সেই সব অর্থ নষ্ট হয়ে যাবে । তারা ভারতের উপর অনেক খরচ করেছে । এই সমস্ত কিছুই নানাভাবে নষ্ট হয়ে যাবে, এই কারণেই তারা ভারতকে নানাভাবে রক্ষার চেষ্টা করে । এদের তো সাহায্যেরও দরকার আর রিটার্নেরও প্রয়োজন । তাদের তো রক্ষা করতেই হবে । বাবা জানে যে, ভারত গরীব তাই ওখান থেকেও সাহায্য করান আর নিজে এসেও সাহায্য দিচ্ছেন । এখন ওরা সাহায্য করছে আর ভবিষ্যতের জন্য বাবা সাহায্য দেবেন । তাই খুব ভালো হয় যে, একটি মন্ডপ বানিয়ে সেখানে যদি সব খ্রীস্টানদের নিমন্ত্রণ দেওয়া হয় । কত ভালো ভালো চিত্র আছে, এতে সমস্ত জ্ঞান আছে । দিনে দিনে বুদ্ধির তালা খুলতে থাকবে ।

তোমরা জানো যে, ছোটো আত্মার মধ্যে কত বড় পার্ট ভরা আছে । সায়েন্টিস্টরাও এই বিষয়ে আশ্চর্য হয়ে যাবে ।

সায়েন্টিস্টরাও মনে করে কেউ আমাদের প্রেরণা দেয় । বিনাশ তো অবশ্যই হবে । এ'সব ড্রামাতেই নিহিত আছে । শঙ্করের কোনো কথা নেই । এ তো নিমিত্ত করে নাম রেখে দিয়েছে । ন্যাচারাল ক্যালামিটিজও (প্রাকৃতিক বিপর্যয়) হতে হবে । এইসব কথা শুনলে ওরা খুব খুশী হবে, তোমাদের অনেক ধন্যবাদ দেবে । ফরেনার্স অনেকে আসবে । তোমরা ঘরে বসে থাকলেও তোমাদের কাছে তারা আসবে । তাই তোমাদেরও তাদের দান করতে হবে । তারা তো সবাই এখন অনাথ, কাঙ্গাল । সম্পূর্ণ দুনিয়ায় ছেলেমেয়েরা অনাথ যেহেতু তারা কেউই বাবা মায়ের পরিচয় জানে না । তোমরা এই বিশ্বের মালিক হও । তাই সার্ভিসের নেশা থাকা উচিত । তার-ও দেওয়া হয় যে তোমরা এসে বোঝো, বাবা এসেছেন সমস্ত আত্মাদের নিয়ে যেতে । আত্মারা খুশী হয়, অবশ্যই এখন নাটক সম্পূর্ণ হয়েছে, এখন বাবা এসেছেন নিয়ে যেতে । তারপর আমরা সুখধামে যাবো । আমরা অর্ধেক কল্প পূজারী হয়ে বাবাকে স্মরণ করেছি । এখন আবার আমাদের পূজ্য হতে হবে । তাই আমাদের খুশীতে নৃত্য করা উচিত । খুশী না হলে আবার কাঁদতে থাকে । যারা কান্নাকাটি করে তারা সব হারিয়ে ফেলে । হ্যাঁ, এমন সুখ প্রদানকারী বাবার স্মরণে যদি চোখে জল আসে, তাহলে তারা মালার দানা হয়ে যাবে । বাবার শ্রীমতে তোমরা শ্রেষ্ঠ হবে । এই বাবাও বলেন, প্রতি পদে বাবার শ্রীমতে চলতে হবে । এই শ্রীমতই হলো শ্রেষ্ঠ । এই পড়া অনেক উঁচু । মানুষ যখন তীর্থে যায় তখন অনেক অসুবিধার মুখোমুখি হতে হয় । আগে তো মানুষ পায়ে হেঁটে যেতো, এখন গভর্নমেন্ট অনেক সহজ করে দিয়েছে । তাই বাবা বোঝান যে, তোমাদের প্রতি পদে শ্রীমতে চলতে হবে । সাবধানে চড়লে বৈকুন্ঠের রস খাবে আর পড়ে গেলে চুরমার হয়ে যাবে । প্রতি পদে তোমাদের রায় নিতে হবে । তোমরা চিঠি লেখো - শিববাবা ভায়া ব্রহ্মা অথবা ব্রহ্মাকুমারী, তাহলে শিববাবা স্মরণে আসবে । অনেক বাচ্চারা লিখতে ভুলে যায় । একদিন সকলের বুদ্ধির তালা অবশ্যই খুলে যাবে । বাচ্চাদের সেবার অনেক নেশা থাকা উচিত । অনেক সেবা করতে হবে । এও এই নাটকেই নির্ধারিত রয়েছে । অর্থ নিজে থেকেই আসবে । অনায়াসেই সবকিছু হতে থাকবে । বাবা বলেন - তোমাদের তিন পা পৃথিবী পাওয়াও খুব মুশকিল কিন্তু আগের কল্পেও তোমরা ভারতকে স্বর্গ বানিয়েছিলে ।

আচ্ছা, তোমরা তো অনেক বুঝিয়ে থাকো, তোমাদের ধারণাও আছে । অনেক বেশী খেয়ে নিলে হজম হয় না । প্রদর্শনীতে তো অনেকেই আসে কিন্তু একজনও নিশ্চিত হয় না যে, এদের পড়ান বা রাজযোগ শেখান বাবা । সবার প্রথমে এই বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে । তোমরা বোঝাতে পারো যে - এ হলো প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার - ব্রহ্মাকুমারী । রচয়িতা হলেন এক পরমপিতা পরমাত্মা । সেই বাবার থেকেই অবিনাশী উত্তরাধিকার পেতে হবে । যতক্ষণ না বাবার সন্তান হচ্ছো ততক্ষণ অবিনাশী উত্তরাধিকার পেতে পারবে না । ভক্তদের ফল দেন বাবা । এত সব ব্রহ্মাকুমার - কুমারী আছে । প্রজাপিতা ব্রহ্মাকেও ক্রিয়েটর বলা হয় । এখন নতুন দুনিয়ার রচনা হচ্ছে । ভগবান উবাচঃ - আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি লাকী নক্ষত্রের প্রতি জ্ঞান সূর্য, জ্ঞান চন্দ্রমার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের বাবা আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) বাবার হৃদয় আসনে বিরাজ করার জন্য সেবার দায়িত্ব নিতে হবে । অবশ্যই মহাদানী হতে হবে । জ্ঞান দানে কিছু খরচা হলেও সমস্যা কিছু নেই ।

২) পড়া অনেক উচ্চ, তাই অনেক সাবধানের সঙ্গে চলতে হবে । প্রতি পদে শ্রীমত নিতে হবে ।

বরদানঃ- ভালোবাসার অগ্নিতে সব চিন্তাগুলিকে সমাপ্ত করে থাকা নিশ্চয়বুদ্ধি নিশ্চিন্ত ভব

যে বাচ্চারা নিশ্চয়বুদ্ধি হয়, তারা সকল বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকে। তাদের সকল চিন্তা মিটে গেছে । বাবা চিন্তার চিতা থেকে তুলে হৃদয় সিংহাসনে বসিয়ে দিয়েছেন, বাবার প্রতি ভালোবাসা এবং ভালবাসার আধারে ভালোবাসার অগ্নিতে সব চিন্তা সমাপ্ত হয়ে গেছে। যেন ছিলই না সেগুলো কখনো। না শরীরের চিন্তা, না মনের কোনো ব্যর্থ চিন্তা আর না ধন এর চিন্তা যে, কি জানি কি করে কি হবে.... জ্ঞানের শক্তির দ্বারা তারা সব কিছু জেনে গেছে, সেই জন্য সব চিন্তাগুলির ঊর্ধ্বে নিশ্চিন্ত জীবন হয়ে গেছে।

স্লোগানঃ- এইরকম অচল অচল হও যাতে কোনো প্রকারেরই সমস্যা বুদ্ধি রূপী পা-কে নাড়াতে না পারে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading

9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;